৩

জীবনে আমার এসেছিল প্রেম জানি না কখন।
প্রেমের তুলিতে রাঙাল যেন সে
রামধনু রঙে আমার ভুবন।
সে যে বেদনার বুঝিনি তখন।
তুমি এসেছিলে গোপনে ওগো মোর অন্তরতম,
কেন জ্বেলেছিলে তুমি প্রেমের প্রদীপ প্রিয়তম,
স্মৃতির জোনাকি জ্বলে আর নেভে কেন
প্রতিক্ষণ।
নীরবে নিশীথে তুমি এসে মনে মোর
বেঁধেছিলে বাসা,
ভেঙে গেছে সেই ঘর কাঁদে তাই ভালবাসা,
ভুলিতে পারি না, ভুলে যেতে চাই সুখের
স্বপন।

প্রকাশ চিত্রমের নিবেদন

প্রেম-প্রতিহিংসা-লালসার
এক দুর্ধর্ষ ছবি!

শঙ্খচূড়

কাহিনী · প্রণব রায়
চিত্রনাট্য · বীরু মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা · উমানাথ ভট্টাচার্য

প্রস্তুতি পর্ব চলছে

মুক্তি প্রতীক্ষায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
'মুশকিল আসান' অবলম্বনে
ভুলভুলি পিকচার্সের

তনুশ্রী

পরিচালনা উমানাথ ভট্টাচার্য

সংগীত
দিলীপ-দিলীপ
মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

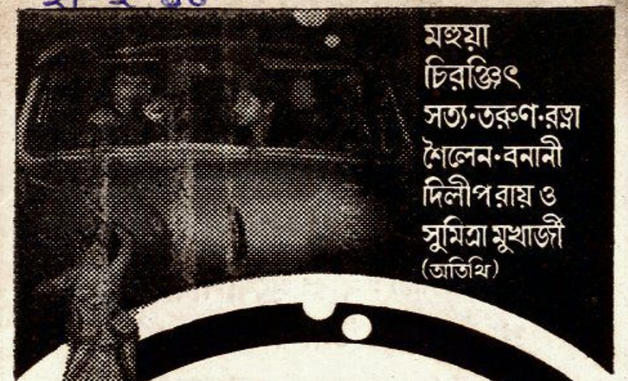

মহুয়া
চিরঞ্জিৎ
সত্য·তরুণ·রত্না
শৈলেন·বনানী
দিলীপ রায় ও
সুমিত্রা মুখার্জী
(অতিথি)

প্রকাশ চিত্রম নিবেদিত

প্রেম ও পাপ

রঙীন

পরিচালনা
উমানাথ ভট্টাচার্য

সংগীত
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশনা
মিতালী ফিল্মস

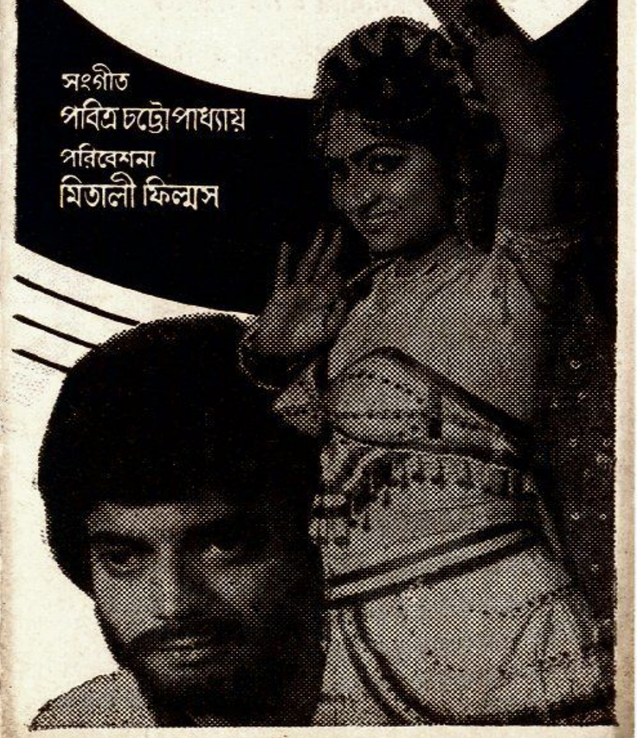

মহুয়া রায় চৌধুরী স্মরণে

প্রকাশ চিত্রমের নিবেদন

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে

প্রেম ও পাপ

চিত্রনাট্য : **বীরু মুখোপাধ্যায়**

পরিচালনা : **উমানাথ ভট্টাচার্য**

সংগীত পরিচালনা : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়**

অভিনয়ে :

চিরঞ্জিৎ : অলক (ছবির নায়ক)

মহুয়া : প্রভাতী (ছবির নায়িকা)

তরুণ কুমার : শুভেন্দু (অলকের বাবা)

সন্তু চৌধুরী : পুলক (অলকের দাদা)

সুমিত্রা মুখার্জী : রমলা (অলকের বৌদি)

(অতিথি)

উমেশ ব্যানার্জী : (অলকের ভাইপো)

বনানী চৌধুরী : অনুসূয়া (প্রভাতীর মা)

অরুণ ব্যানার্জী : প্রদ্যোৎ (প্রভাতীর দাদা)

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় : মিঃ সরখেল

রত্না ঘোষাল : হোটেলের মক্ষিরাণী

ও অন্যান্য অনেকে

প্রধান সহকারী পরিচালক : সত্যেন গাংগুলী

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : চঞ্চল রায়, চিত্রগ্রহণ : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু

সংগীত : বুদ্ধ গাঙ্গুলী,

সম্পাদনা : জয়ন্ত লাহা, উত্তম রায়

মেক-আপ : পাঁচু দাস

ব্যবস্থাপনা : অসিত বসু, হাবুল রায়

শব্দগ্রহণ : বাবাজী শ্যামল

সংগীত গ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা

বলরাম বারুই

ভূমিকা-লিপি-লেখন : দিগেন স্টুডিও

স্থিরচিত্র : এ্যাডনা লরেঞ্জ

পোষাক-পরিচ্ছদ : সিনে ড্রেস

সেট-ডেকরেশন :

চিরঞ্জীব, বেনু, দুর্গা, তমেশ্বর, গুপী

আলোক-সম্পাত

ভবরঞ্জন, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না,

কালী কাহার, কালটু ভট্টাচার্য, হংসরাজ

স্টুডিও : টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও

(আনন্দ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে)

রসায়নাগার : জেমিনি কালার লেবরেটরী, মাদ্রাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হীরক মিত্র (বার, এট, ল) এ, টি, গুপ্তি (মটর) ধোপাগাছির অধিবাসীবৃন্দ, সৃজনী সংঘ (ধোপাগাছি), রেডিয়াণ্ট ফটো ষ্টোর্স, রাজশ্রী পিকচার্স জয়দেব ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা, পূর্ণেন্দু চন্দ্র (মুখরোচক) ব্লেজ এ্যাডভারটাইজিং

প্রচার : বিমল মুখোপাধ্যায়

গীত রচনা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপথ্য কণ্ঠে :

অরুন্ধতি হোমচৌধুরী, শ্রাবন্তী মজুমদার

শব্দগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা

সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সংলাপ-গ্রহণ : সোমেন চট্টোপাধ্যায়

কর্মাধ্যক্ষ : রবীন মুখোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশনা : গৌর পোদ্দার

সেট পরিকল্পনা : সুবোধ দাস

চিত্রগ্রহণ : পিণ্টু দাসগুপ্ত

সম্পাদনা : অময় লাহা

নৃত্য-পরিকল্পনা : মাধব কিষণ (বম্বে)

পরিবেশনা : মিতালী ফিল্মস প্রাঃ লিঃ

গল্প

মধুচন্দ্রিমা সেরে গাড়িতে ফিরছিল অলক আর প্রভাতী। হঠাৎ চলন্ত গাড়িটার ওপর আচমকা এসে পড়ে অনাথ ছেলে গোপাল। শত চেষ্টা করেও অলক দুর্ঘটনা এড়াতে পারে না। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত গোপাল রাস্তার ধারে। মুহূর্তে প্রভাতী আর অলক তুলে নেয় গাড়িতে। কিন্তু হাসপাতালে না গিয়ে অলক তাকে ফেলে রেখে যায় রেসকোর্সের ধারে। তীব্র প্রতিবাদ জানায় প্রভাতী, কিন্তু অলক কর্ণপাতও করে না। প্রভাতীকে একরকম জোর করে নিয়েই চলে যায় সেখান থেকে! গোপালের মৃত্যু হয়। প্রভাতীর বিবেকে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। তার মনে হয় অলক ইচ্ছে করলেই গোপালকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পারত।

অলক ভাবে এ নিছক একটা দুর্ঘটনাই। তবু রাতারাতি গাড়ির রংটা বদলে ফেলে আর দাড়ি রাখতে শুরু করে। অলকের এই ব্যবহার প্রভাতী মেনে নিতে পারে না। সরাসরি দায়ী করে অলককে। শুধু তাই নয়। অলকের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে। হতভম্ব হয়ে যায় অলক। প্রভাতীর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। নতুন করে সে ভাবতে শুরু করে। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। শুরু হয় বিচার। আদালতে দাঁড়িয়ে মুক্ত কণ্ঠে অলক নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

বিচারকের কাছে প্রার্থনা করে উপযুক্ত সাজার জন্যে। এরপর কি হল? বিচারক অলককে কি দণ্ড দিলেন? প্রভাতী কি অলককে ক্ষমা করতে পেরেছিল? দুজনে আবার এক হতে পেরেছিল কি?

গান

১

আকাশ বলে দেখিনি কেন, বাতাস বলে
কোথায় ছিলে,
আমি বলি ছিলাম ওগো দুজনার মনের মিলে।
ঝরণা বলে হাসোনা কেন, ছন্দে যেমন
উঠেছি হেসে,
আমি বলি আমার হাসি ছড়িয়ে আছে ঐ
পাহাড়ী দেশে
খুঁজে দেখ পাবে আমায় মেঘের মায়ায়
অসীম নীলে
পাখি বলে কে এলে গো গান শোনাতে গুঞ্জরণে,
আমি বলি এই যে আমি বাসন্তিকা ফুলের বনে,
বসন্ত আজ দিল ধরা, মনের মুকুল
দিলাম মেলে।

২

প্রমিস !
অলকবাবু প্রমিস করেছে মদ ছোঁবে না
না না আর মদ ছোঁবে না।
আমার সুখের চাবিটা আজ তোমারি হাতে,
দেখো বন্ধু মনে রেখ শপথ নিলে এইরাতে
মিলনের এই মধুর স্মৃতি যেন ভেঙে দিওনা
দুঃখ কেন আছে তোমায় লতার মত জড়িয়ে
আমি আছি ভালবাসায় দেব তোমায় ভরিয়ে
আমার প্রেমের রঙে রঙ মেশালে তরল
নেশা লাগবে না।
কি আছে ঐ বোতলে,
মধু নেই সুধা নেই আছে বিষ আসলে।
আমার দেহের নেশায় মাতাল হলে অন্য
নেশা থাকবে না